আজকের কাগজ

তারিখ 19 APR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

১৭

বেসরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষক ধর্মঘটের প্রথম দিনে বার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল

□ সরকারি তথ্য বিবরণী অসত্য বানোয়াট -নজরুল □ শিক্ষামন্ত্রীর আপত্তিকর বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে -লিয়াজোঁ কমিটি

অঞ্জন রায় ঃ গতকাল শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির আহবান বেসরকারি স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের ধর্মঘটের প্রথম দিনে দেশের ১২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২ লাখ শিক্ষক-কর্মচারি ধর্মঘট পালন করেছেন। এ ধর্মঘটের ফলে গতকাল দেশের কোথাও কোনো বেসরকারি স্কুল-কলেজে ক্লাস হয়নি। অনেক স্কুল-কলেজে ছাত্ররা এসে স্কুল ও কলেজে তালা দেখে ফিরে গেছে।

অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ইউনুস খানের আলাপ-আলোচনার আহবানে লিয়াজোঁ কমিটির নেতারা প্রত্যাখ্যান করেছেন। গতকাল রাতে কমিটির সমন্বয়কারী কাজী ফারুক আহমেদ বলেছেন, এখন কোনো আলোচনার অবকাশ নেই। শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার যে সব কথা বলেছেন তা আপত্তিকর। শিক্ষামন্ত্রীর আপত্তিকর বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে।

'লিয়াজোঁ কমিটির একটি সূত্র বলেছে, যদি প্রধানমন্ত্রী 'সচেতন'ভাবে তাদের আহবান করে তবে শিক্ষকরা তার সঙ্গে আলোচনায় যাবেন। নতুবা আলোচনার কোনো প্রশ্ন ওঠেনা। গতবারের আলোচনা ২৬ মাসে প্রহসনে পরিণত হয়েছিলো। তাই এবার তেমন আলোচনায় তারা যেতে আগ্রহী নন।

শিক্ষক সমিতির নজরুল গ্রুপ বলে পরিচিত অংশগত পরশুর সরকারি তথ্যবিবরণীকে "অসত্য ও বানোয়াট" চিহ্নিত করে বলেছেন যে, তারা আলোচনায় গেলেও ধর্মঘট প্রত্যাহারের ব্যাপারে মন্ত্রীর সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। গতকাল রাতে এ অংশের নেতা নজরুল ইসলাম আজকের কাগজকে বলেছেন, তিনি তথ্যবিবরণীর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছেন। এ তথ্য বিবরণী বানোয়াট। তিনি আরো বলেছেন, আমরা আলোচনায় গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে কোনা ফলপ্রসূ আলোচনা হয়নি। আমবা ২৭ তারিখের আগে দাবি মানতে আহবানে জানিয়েছ। কিন্তু ধর্মঘট প্রত্যাহারের ব্যাপারে কিছুই বলিনি। আমরা ১৬ তারিখ থেকেই ধর্মঘটে রয়েছি। আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রশ্নই উঠেনা।

গতকাল বিকেলে লিয়াজোঁ কমিটির নেতারা কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে জুবিলী স্কুলে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

সেখানে বক্তব্য রাখেন ডঃ ম. আখতারুজ্জামান, কাজী ফারুক আহমেদ, একে এম জহিরুল ইসলাম, অধ্যাপিকা এ এন রাশেদা, অধ্যাপিকা হসনে আরা প্রমুখ নেতারা। সভায় আগামী ২০ ও ২১ এপ্রিল জেলা ও থানা সদরে বিক্ষোভ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।